

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ৩৭তম সভার রেকর্ড নোটস্।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ৩৭তম সভা ২৭/০১/২০২৫ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরিফ হোসেন খান এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলায় জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে নতুন যোগদানকারীদের পরিচিতি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ৩৬তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। এ পর্যায়ে ৩৬তম সভা হতে ৩৭তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়ে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০১.	আমদানি বিলের দায় ব্যাংকের নিজ উৎস থেকে পরিশোধ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের নামে ফোসড ঋণ সৃষ্টি না করা প্রসঙ্গে।	-	বিবি-এডি ফোরামের বিগত ৩৬তম সভায় আমদানি বিলের দায় ব্যাংকের নিজ উৎস থেকে পরিশোধ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের নামে ফোসড ঋণ সৃষ্টি না করা বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ যথাবিহিত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত বিআরপিডি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিআরপিডির প্রতিনিধি আলোচ্য বিষয়টি আলোচনার জন্য আসন্ন ব্যাংকার্স সভায় উত্থাপন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করলে সভার সভাপতি সহমত পোষন করে উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এফইপিডিকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রংকাঃ।
০২.	এফই সার্কুলার ০৭, তারিখ ১৮ জানুয়ারী ২০২৫ এর ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে।	হাবিব ব্যাংক	এফই সার্কুলার নং ০৭/২০২৫ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইন্ডেন্টরদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইন্ডেন্ট এর বিপরীতে ৪০,০০০ ইউএস ডলার পর্যন্ত মূল্যের আমদানির ক্ষেত্রে ক্রেডিট রিপোর্ট প্রয়োজন হয় না। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইনডেন্টর নিয়মিতভাবে কমিশন নিয়ে আসেন কিনা সে বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে হাবিব ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সংশ্লিষ্ট ইনডেন্টর নিয়মিতভাবে কমিশন নিয়ে আসেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমদানি নীতি শাখা, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ বিষয়টি পরীক্ষা করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	আমদানি নীতিশাখা, ডিভিশন-১ এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রংকাঃ।
০৩	আমদানিকারকগণের Import Registration Certificate (IRC) প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রংকাঃ।	এফইওডির পক্ষ হতে সভাকে অবহিত করা হয় যে, গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্সজেকশন্স, ২০১৮ এর ভলিউম ১, অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ১(এ) এর বিধান অনুযায়ী এডি ব্যাংক শাখাসমূহকে পণ্য আমদানির জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে চিফ কন্ট্রোলার অব ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট (সিসিআইএন্ডই) হতে নিবন্ধন গ্রহণ করার অথবা উক্ত আইনের অধীনে	সকল ব্যাংক

			<p>অব্যাহতি প্রাপ্ত হওয়ার আবশ্যিকতা বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিগত ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে সিসিআইএভই কর্তৃক ডিজিটাল IRC প্রদান করা হচ্ছে যা ১৫ ডিজিট সম্বলিত। তাদের IRC নবায়নকালে সিসিআইএভই-হতে পুরাতন আইআরসি নম্বরের পরিবর্তে ১৫ ডিজিট সম্বলিত ডিজিটাল আইআরসি পুরাতন আমদানিকারকগণকে প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল আইআরসি পরবর্তীতে অনলাইন ইম্পোর্ট মনিটরিং সিস্টেম-এ এন্ট্রি প্রদান করা হচ্ছে এবং একই আমদানিকারকের অনুকূলে একাধিক আইআরসি সিস্টেম-এ বিদ্যমান থাকছে। ফলে, ওভারডিউ বিল অব এন্ট্রি, আইআরসি লিমিট ইত্যাদি বিষয়ে তদারকি দুরূহ হয়ে পড়ছে এবং গাইডলাইন-এর নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটছে। এ সমস্যা দূরীকরণে, এফইওডি হতে নতুন এবং পুরাতন আইআরসি একীভূতকরণের ঘোষনা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে সকল আমদানিকারকের অনুকূলে পুরাতন এবং নতুন উভয় আইআরসি সিস্টেম-এ বিদ্যমান রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরাতন আইআরসি ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এফইওডি সভায় প্রস্তাব করলে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে তা অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	
০৪.	<p>ব্যাংকসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত ও মেয়াদোত্তীর্ণ লোকাল ও ফরেন আমদানি বিলসমূহ যথাসময়ে পরিশোধ করা প্রসঙ্গে।</p>	<p>এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।</p>	<p>গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রান্সেকশন, ২০১৮ এর ভলিউম ১, অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ৩৪(এ)-তে অপরিশোধিত স্বীকৃত বিলসমূহ যথাসময়ে পরিশোধের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অন্যথায়, ব্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে এডি লাইসেন্স রহিতকরণসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া, এফই সার্কুলার-৩০/২০২৪ এর মাধ্যমে যথাসময়ে স্বীকৃত আমদানি বিলসমূহ পরিশোধ করা না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এফইওডির প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত মতে সামগ্রিকভাবে ব্যাংক খাতে স্বীকৃত ও অপরিশোধিত আমদানি বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবি-এডি ফোরামের বিগত সভাগুলোতেও অপরিশোধিত আমদানি বিল যথাসময়ে পরিশোধের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ পরিস্থিতিতে, স্বীকৃত ও অপরিশোধিত বিলসমূহ যথাসময়ে পরিশোধ করার বিষয়ে সভাপতি ব্যাংকসমূহকে পুনঃনির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	সকল ব্যাংক
০৫.	<p>বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানিকারকদের দ্রুত ও সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদানের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে ওয়ানস্টপ পদ্ধতিতে একই আবেদনের বিপরীতে অনুমোদন প্রাপ্তির সাথে সিস্টেমেও</p>	<p>ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি।</p>	<p>জিএফইটি, ২০১৮, ভলিউম-১, অধ্যায়-৮, অনুচ্ছেদ -১১ (এ) মোতাবেক, রপ্তানি প্রত্যাবাসিত মূল্য থেকে শতকরা ৫ ভাগের অধিক কমিশন ও মাসুল কর্তন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে উল্লেখ করে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, বিদ্যমান ব্যবস্থায় এডি ব্যাংকসমূহের এরূপ আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত পত্রসহ পুনরায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা অপারেশন বিভাগের নিকট ইএক্সপি ম্যাচিংয়ের জন্য অনলাইন এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে টিকেটযোগে উপস্থাপন করতে হয়। একই কাজের জন্য পৃথকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের দুটি বিভাগে আবেদন উপস্থাপনে সময়ক্ষেপনের কারণে অনেকক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদানে বিলম্ব হয়। তাই</p>	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

	হালনাগাদ করা প্রসঙ্গে।		বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানিকারকদের দ্রুত ও সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদানের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে ওয়ান-স্টপ পদ্ধতিতে একই আবেদনের বিপরীতে অনুমোদন প্রাপ্তির সাথে সিস্টেমেও হালনাগাদ করার জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা চেয়ে ব্যাংকটির প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। সার্বিক আলোচনান্তে, এ বিষয়ে এফইওপি ও এফইপিডি একযোগে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০৬.	স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানির জন্য টিটি অর্থ প্রদানের প্রয়োজ্যতা বিবেচনা করার অনুরোধ প্রসঙ্গে।	স্ট্যাভার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যাভার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি GFET (Vol-1) এর অধ্যায়-৭ অনুচ্ছেদ-২১ অনুযায়ী ল্যান্ডপোর্টের মাধ্যমে ইমপোর্টের এর বিষয়ে উল্লেখ করে সভাকে অবহিত করেন যে, ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মধ্যে উন্নত যোগাযোগের কারণে আমদানি সংক্রান্ত কার্যক্রম এখন নিরবিচ্ছিন্ন। আমদানি ক্লিয়ারিং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার রিপোর্টিং, পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে স্থলবন্দর এবং সমুদ্র বন্দরের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। তাই, স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম টিটি পেমেণ্টের (specially গার্মেন্টস সেটরে) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা চেয়ে স্ট্যাভার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডির ডিভিশন-১ এর পরিচালক মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, জিএফইটির ৭ম অধ্যায়ের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে এবং এতদবিষয়ে তদপরবর্তীতে জারিকৃত সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রিম আমদানি মূল্য পরিশোধের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রতীবন্ধক নয়।	সকল ব্যাংক
০৭.	আমদানির জন্য ন্যূনতম বীমা কভারেজের জন্য একটি স্ট্যাভার্ড নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ প্রসঙ্গে।	স্ট্যাভার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যাভার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর দ্বিতীয় অধ্যায়, প্যারা ৮(১০-গ) অনুযায়ী ঋণপত্র খোলার জন্য ইন্সুরেন্স কভার নোটের আবশ্যিকতা উল্লেখ আছে। ঋণপত্রসহ সকল প্রকার আমদানির ক্ষেত্রে, যে সকল ক্ষেত্রে ইন্সুরেন্স কভার নোটের প্রয়োজনীয়তা আছে সেই সকল ক্ষেত্রে ইন্সুরেন্স কভারেজ আমদানিমূল্যের উপর একটি ন্যূনতম পার্সেন্টেজ (%) সুনির্দিষ্ট করার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা চেয়ে স্ট্যাভার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি যেহেতু এফই সার্কুলার অনুযায়ী আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এলসি নিষ্পত্তিকরণে UCP-600 এর অনুসরণ করার কথা জ্ঞাপিত রয়েছে, তাই ইন্সুরেন্স ডকুমেন্টস তথা Insurance Policy/Insurance certificate/declaration under open cover প্রভৃতিতে ইন্সুরেন্স কভারেজের বিষয়টি UCP-600 এর আর্টিকেল ২৮ অনুযায়ী অনুসরণযোগ্য হবে মর্মে সভাকে অবহিত করলে সভার সভাপতি তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বীমা কভারেজ গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিদ্যমান বাজার দর ব্যবহার করতে হবে মর্মেও তিনি উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।	সকল ব্যাংক

০৮.	ঋণপত্র ও ঋণপত্রের সংশোধিত কপি জমাকরণ প্রসঙ্গে	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, এফই সার্কুলার-১৯/২০০৫ এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো ঋণপত্র ও ঋণপত্রের সংশোধিত কপি স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রত্যেক মাসে মাসে প্রেরণ করে আসছে। যেহেতু বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে digital platform এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, সুতরাং এই হার্ডকপি প্রেরণ বন্ধ করা যায় কিনা এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ব্যাংকটির প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন রিপোর্টিং পদ্ধতির সাথে এসআইকোডা ওয়ার্ল্ডের আন্তঃসংযোগ রয়েছে। ফলে ঋণপত্রের হার্ড কপি পৃথকভাবে গুল্ল/বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের আবশ্যিকতা লক্ষ্যনীয় নয়। আলোচ্য বিষয়ে এফইপিডি (আমদানি নীতি শাখা) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আমদানি নীতি শাখা, ডিভিশন-১, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রকোঃ।
০৯.	বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের বোনাস প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি এফ ই সার্কুলার নং ৩৩/২০২১ এর মাধ্যমে ৮০% মাসিক বেতন এবং এফ ই সার্কুলার ১৪/২০২০ এর মাধ্যমে ৭৫% বোনাস রেমিটেন্সের অনুমতি রয়েছে মর্মে উল্লেখ করে সার্কুলারদ্বয় সমন্বয়ের মাধ্যমে ৭৫% এর পরিবর্তে ৮০% পর্যন্ত বোনাস বহিঃরেমিট্যান্স হিসেবে প্রেরণ করা যায় কিনা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি ডিভিশন-১ এর পরিচালক মহোদয় এই মর্মে স্পষ্ট করেন যে, এফই সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এর মাধ্যমে বাৎসরিক বোনাস ১২ মাসের পরিবর্তে এককালীন পরিশোধের নির্দেশনা জ্ঞাপিত রয়েছে। চলতি আয়ের প্রেরণযোগ্য অংশ এখানে বিবেচ্য নয় বিধায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্মসূচি পত্রের শর্তানুযায়ী প্রাপ্য বোনাসের (করোভর) ৮০ শতাংশ বিদেশে প্রেরণযোগ্য। ফলে বোনাস বাবদ অর্থ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে এফই সার্কুলার পত্র নং ৩৩/২০২১ এর নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।	সকল ব্যাংক
১০.	ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	ব্যক্তি পর্যায়ে একই ব্যক্তির নামে একাধিক ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব থাকতে পারে কিনা এবং উক্ত হিসাবগুলোর একটি হতে অন্যটিতে অথবা উক্ত হিসাবগুলো হতে অন্য কোন ব্যক্তির হিসাবে RTGS এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ফান্ড স্থানান্তর/পেমেন্ট করা যাবে কিনা সার্বিক বিষয়গুলোতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি অনুরোধ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, জিএফইটি'র ১৩তম অধ্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাহকের প্রকৃতি অনুযায়ী একের অধিক এফসি হিসাব হতে পারে। আরএফসিডি হিসাবে নগদ আকারে বৈদেশিক মুদ্রা জমা করা যায়। আরটিজিএস এর মাধ্যমে ব্যাংক টু ব্যাংক ব্যবস্থায় আলোচ্য হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা জমা করার সুযোগ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানকারী ও জমাকারী উভয়কেই যথাবিহিত ডিউ ডিলিজেন্স পরিপালন করতে হবে।	সকল ব্যাংক
১১	বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড	বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিক যারা জিএফইটি-২০১৮, খণ্ড-১, ধারা-১, অধ্যায়-১৩ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব খুলেছেন, তারা তাদের	সকল ব্যাংক

<p>সন্তানদের জন্য টিউশন ফি প্রদান প্রসঙ্গে।</p>	<p>বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব থেকে বিদেশী মুদ্রায় তাদের সন্তানদের জন্য টিউশন ফি দিতে পারেন। তবে, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাদের বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব হতে বিদেশী নাগরিকের সন্তানদের জন্য ঐ নাগরিকের পক্ষে স্থানীয়ভাবে টিউশন ফি বৈদেশিক মুদ্রায় দিতে পারে কিনা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় উত্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, জিএফইটি'র অধ্যায় ১১ ও এতদবিষয়ে জারিকৃত অপরাপর সকল সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশী নাগরিকের বেতন-ভাতা বাবদ অর্থ তার বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে প্রদান করতে পারে, তবে উক্ত কর্মকর্তার পক্ষে রেমিটেন্স প্রেরণের সুযোগ নেই। একইভাবে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব হতে টিউশন ফি পরিশোধ করতে পারে না।</p>
---	--

পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(আরিফ হোসেন খান)

আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম

ও

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

